বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে ইতিহাস গড়া সিরিজ টাইগারদের

মঞ্চটা প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন বোলাররা। সেই মঞ্চে দাঁড়িয়েই ইতিহাস গড়লেন টাইগার ব্যাটাররা। আগের ম্যাচের নায়ক শান্ত এই ম্যাচেও মাঠ ছেড়েছেন দলকে জিতিয়েই। তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডকে ৪ উইকেটে হারিয়ে ২-০ ব্যাবধানে সিরিজ জয় নিশ্চিত করলো বাংলাদেশ। ইংল্যান্ডের দেওয়া ১১৮ রানের টার্গেট ১৮.৫ ওভারে ৪ উইকেট হাতে রেখেই পেরিয়ে যায় টাইগার বাহিনী।

আজ বিকেল ৩টায় মিরপুরের শের-ই-বাংলা জতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামে বাংলাদেশ।টস জিতে ইংলিশদের ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানান টাইগার অধিনায়ক সাকিব আল হাসান। আগে ব্যাটিংয়ে নেমে তাআইগার বোলারদের বোলিং তোপে পড়ে মাত্র ১১৭ রানেই গুটিয়ে যায় ইংল্যান্ড। ক্যারিয়ার সেরা বোলিংয়ে ৪ ওভারে মাত্র ১২ রান দিয়ে মিরাজ একাই নেন ৪ উইকেট।

১১৮ রানের টার্গেট টি-টোয়েন্টিতে একেবারেই মামুলি বলাই যায়। সেই টার্গেটে ব্যাট করতে নেমেও ইংলিসজ বোলারদের বোলিংয়ে বেশ ভুগতে হয়েছে টাইগার ব্যাটারদের। ইংল্যান্ডের মতো বাংলাদেশও নিজেদের প্রথম উইকেট হারায় মাত্র ১৬ রানেই।৯ বলে ৯ রান করেই স্যাম কারানের বলে ফিরে যান লিটন দাস। টিকতে পারেননি রনি তালুকদারও। লিটনের সমান ৯ রান করেই ফেরেন জোফরা আর্চারের বলে। পাওয়ার প্লে’র মধ্যেই ৭ রানে ২ উইকেট হারায় বাংলাদেশ।

তৃতীয় উইকেট জুটিতে শুরুর চাপ সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন নাজমুল হোসেন শান্ত আর তৌহিদ হৃদয় মিলে। তবে ইংলিশদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে রান তোলার গতি ছিলো মন্থর। দুজন মিলে গড়েন ২৯ রানের জুটি। দলীয় ৫৬ রানে গিয়ে আগের ম্যাচে অভিষেক হয় হৃদয় ফেরেন ১৮ বলে ১৭ রান করে। ইংল্যান্ডের হয়ে এই ম্যাচেই অভিষেক হওয়া রেহান আহমেদের বলে ক্রিস ওকসের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন হৃদয়।

৫৬ রানে ৩ উইকেট হারালেও উইকেটের এক প্রান্তে লড়তেছিলেন আগের ম্যাচের ম্যাচসেরা শান্ত। চতুর্থ উইকেটে মিরাজকে সঙ্গে নিয়ে দলকে নিয়ে যেতে থাকেন জয়ের দিকে। দুজন মিলে এই জুটিতে যোগ করেন ৪১

রান। দলীয় ৯৭ রানে গিয়ে আর্চারের বলে আদিল রশিদের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন মিরাজ। ফেরার আগে করেন ১৬ বলে ২০ রান।

জয়ের জন্য আর বাকি ২১ রান। উইকেটে আসেন টাইগার ক্যাপ্টেন সাকিব আল হাসান। তবে সমর্থকদের আআজ হতাশই করেছেন সাকিব। ৩ বল খেলে মঈন আলীর বলে ফিরেছেন শুন্য রানেই। দলীয় ১০০ রানে পঞ্চম উইকেট হারায় বংলাদেশ। সাত নম্বরে নেমে আফিফও ব্যর্থ এদিন, ৩ বলে ২ রান করেই ফেরেন আর্চারের ১৪৮ কি.মি. গতির বোলিংয়ে। ১০৫ রানেই ষষ্ঠ উইকেট হারায় বাংলাদেশ।

শেষ দুই ওভারে বাংলাদেশের জয়ের জন্য দরকার ছিলো ১৩ রান। ১৯তম ওভারে ক্রিস জর্ডানের প্রথম বলেই বলে বাউন্ডারি হাকিয়ে বাংলাদেশকে জয়ের দিকে নিয়ে যান শান্ত। ওই ওভারের চতুর্থ আর পঞ্চম বলে টানা দুই চারে বাংলাদেশকে জয়ের বন্দরে ভেড়ান তাসকিন আহমেদ।

৪ উইকেটে বাংলাদেশের জয় নিশ্চিত করে মাঠ ছাড়েন শান্ত আর তাসকিন।আগের ম্যাচেই ফিফটি করে ম্যাচসেরা হওয়া শান্ত আজও অপরাআজিত থেকেই মাঠ ছাড়েন ৪৭ বলে ৪৬ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলে।

সূত্র: ইত্তেফাক

দুর্দান্ত বোলিংয়ে প্রস্তুত সিরিজ জয়ের মঞ্চ, টাইগারদের সামনে লক্ষ্য ১১৮

জিতলেই সিরিজ জয়, সিরিজ জিতলেই ইতিহাস। সেই ইতিহাস গড়তে বাংলাদেশ দলের সামনে লক্ষ্য ১১৮ রান। তিন ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে আগে বোলিং করে ইংল্যান্ডকে ১১৭ রানেই বেধে ফেলেছে টাইগার বোলাররা। আগের ম্যাচে একাদশে না থাকা মিরাজ এই ম্যাচে মাঠে নেমেই বুঝিয়ে দিলেন মিরপুরের উইকেটে তিনি কতটা কার্যকরী। ক্যারিয়ার সেরা বোলিং করে ইংল্যান্ডকে যেন একাই আটকে

দিয়েছেন মিরাজ।

আজ বিকেল ৩টায় মিরপুরের শের-ই-বাংলা জতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামে বাংলাদেশ।টস জিতে ইংলিশদের ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানান টাইগার অধিনায়ক সাকিব আল হাসান।

মিরপুরের স্পিনিং উইকেটের সুবিধা নিতে শামিম হোসেনের জায়গায় আজ মেহেদি হাআসান মিরাজকে নিয়ে মাঠে নামে বাংলাদেশ। সেই স্থার পূর্ণ প্রতিদান দিলেন মিরাজ। ৪ ওভারে ১২ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিয়ে একি যেন ধসিয়ে দিয়েছেন ইংলিশদের ব্যাটিং লাইনআপ।

বোলিংয়ে নেমে শুরুতেই ইংলিশ ব্যাটারদেরচেপে ধরে তাসকিন আহমেদ ও মুস্তাফিজুর রহমান। ইনিংসের তৃতীয় আর নিজের দ্বিতীয় ওভারেই বাংলাদেশকে প্রথম ব্রেক থ্রু এনে দেন তাসকিন। ৮ বলে ৫ রান করা ডেভিড মালানকে ফেরান হাসান মাহমুদের ক্যাচ বানিয়ে। ১৬ রানেই প্রথম উইকেটা হারায় ইংলিশরা।

এরপর পাআওয়ার প্লে’র বাকিটা সময় অবশ্য বাংলাদেশকেই উল্টো ভয় দেখাচ্ছিলো ফিল সল্ট আর মঈন আলী।প্রতি ওভারেই চার-ছয়ে পাআওয়াআর প্লে শেষে ১ উইকেটে ৫০ রাআন তুলে ফেলে ইংল্যান্ড।পাওয়ার প্লে’র পরের ওভারেই বোলিংয়ে এসে দুজনের ৩৪ রানের জুটি ভাঙ্গেন অধিনায়ক সাকিব আল হাসান। নিজের বলেই দুর্দান্ত এক ক্যাচ নিয়ে ফিল সল্টকে ২৫ রানেই সাজঘরে ফেরান সাকিব।

পরের অভারে ইংলিশ শিবিরে আঘাত হানেন পেসার হাসান মাহমুদ। ৬ বলে ৪ রান করা ইংলিশ অধিনায়ক জস বাটলারের স্ট্যাম্প ভেঙ্গে বাংলাদেশকে উল্লাসে মাতান হাসান মাহমুদ। পরের ওভারে ইংলিশ শিবিরে ফের আঘাত হানেন মিরাজ। নবম ওভারের শেষ বলে ১৭ বলে ১৫ রান করা মঈন আলীকে সাজঘরে ফেরান মিরাজ। ৫০ রানে ১ উইকেট থেকে মুহুর্তেই ইংল্যান্ড হয়ে যায় ৪ উইকেটেত ৫৭ রান।

সেখান থেকে দলকে ট্র্যাকে ফেরাতে চেয়েছিলেন বেন ডাকেট আর স্যাম কারান। দুজন মিলে গড়েন ৩৪ রানের জুটি। এরপরই জোড়া আঘাত মিরাজের। ১৫তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ১২ রান করা কারানকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙ্গেন মিরাজ। এক বল বাদে শূন্য হাতেই ক্রিস ওকসকেও সাজঘরের পথ দেখান মিরাজ। বেরিয়ে এসে খেলতে গিয়ে দুজনই স্ট্যাম্পিং হন লিটন দাসের হাতে।

এক ওভার বাদে নিজের শেষ ওভার করতে এসে আবারও লাল-সবুজের

গ্যালারিকে উল্লাসে ভাসান মিরাজ। ১৭তম ওভারের শেষ বলে ক্রিজ জর্ডানকে ফেরান রনি তালুকদারের ক্যাচ বানিয়ে। ১০০ রানেই ৭ উইকেট হারায় ইংল্যান্ড।

ইনিংসের শেশ ওভারে এসে উইকেটের দেখা পান মুস্তাফিজুর রহমানও। শেষ ওভারের প্রথম বলেই ২৮ বলে ২৮ রান করা বেন ডাকেটটে ফেরান নাজমুল হোসেন শান্তর ক্যাচ বানিয়ে। ওভারের চতুর্থ বলে রানআউট হয়ে ফেরেন ১১ বলে ১১ রান করা অভিষিক্ত রেহান আহমেদ। ইনিংসের শেষ বলে এসে রান আউট হন জোফরা আর্চারও।শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ২০ ওভারে সবগুলো উইকেট হারিয়ে ১১৭ রান সংগ্রহ করে ইংল্যান্ড।

সূত্র: ইত্তেফাক

দ. আফ্রিকার কেন্দ্রীয় চুক্তিতে নতুন পাঁচ মুখ

২০২৩-২৪ মৌসুমের কেন্দ্রীয় চুক্তি ঘোষণা করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ঘোষিত সেই চুক্তিতে জায়গা পেয়েছেন নতুন ৫ তারাক ক্রিকেটার। বাদ পড়েছেন দুইজন।

এবারের চুক্তিতে ৪জন বাড়িয়ে করা হয়েছে ১৬ থেকে ২০ জন।প্রথমবার কেন্দ্রীয় চুক্তিতে জায়গা পেয়েছেন ট্রিস্টান স্টাবস, মার্কো ইয়ানসেন, বিয়ন ফোরটান, সিসান্ডা মাগালা ও রায়ান রিকেলটন।

আগের চুক্তি থেকে বাদ পড়েছেন তিন জন। তারা হলেন-ইয়ানেমান মালান, আন্দিলে ফেলুকওয়ায়ো ও ডোয়াইন প্রিটোরিয়াস। প্রিটোরিয়াস গত জানুয়ারিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন।

চুক্তিতে থাকা খেলোয়াড়দের মধ্যে কুইন্টন ডি কক ও ডেভিড মিলার খেলেন কেবল সাদা বলের ক্রিকেটে। দুজনই গত বছর লাল বলের ক্রিকেটকে বিদায় বলে দেন। এছাড়া জাতীয় দলের হয়ে কেবল টেস্ট খেলেন ডিন এলগার ও কিগান পিটারসেন।বাকিরা সবাই ঘরোয়া ক্রিকেটে সব সংস্করণেই খেলেন এবং সেই ভিত্তিতেই তারা জাতীয় দলের জন্য বিবেচিত হবেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার কেন্দ্রীয় চুক্তিতে আছেন যারা-টেম্বা বাভুমা, কুইন্টন ডি কক, ডিন এলগার, বিয়ন ফোরটান, রিজা হেনড্রিকস, হাইনরিখ ক্লাসেন, মার্কো ইয়ানসেন, সিসান্ডা মাগালা, কেশভ মহারাজ, এইডেন মারক্রাম, ডেভিড মিলার, লুঙ্গি এনগিডি, আনরিক নরকিয়া, ওয়েইন পার্নেল, কিগান পিটারসেন, কাগিসো রাবাদা, রায়ান রিকেলটন, তাবরাইজ শামসি, ট্রিস্টান স্টাবস, রাসি ফন ডার ডাসেন।

লঙ্কান পেস দাপটে চাপে নিউজিল্যান্ড

শ্রীলঙ্কার পেসারদের দাপটে ক্রাইস্টচার্চ টেস্টের দ্বিতীয় শেষে চাপে স্বাগতিক নিউজিল্যান্ড। ৫ উইকেট হাতে নিয়ে ১৯৩ রানে পিছিয়ে রয়েছে নিউজিল্যান্ড। প্রথম ইনিংসে ৩৫৫ রানে শেষ হয় শ্রীলঙ্কার ইনিংস। জবাবে দিন শেষে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৬২ রানের সংগ্রহ করেছে স্বাগতিকরা।

দুই ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্টে কুশল মেন্ডিস ও অধিনায়ক দিমুথ করুনারত্নের জোড়া হাফ-সেঞ্চুরিতে প্রথম দিন শেষে ৬ উইকেটে ৩০৫ রান করেছিলো সফরকারী শ্রীলঙ্কা। শুক্রবার (১০ মার্চ) দ্বিতীয় দিন বাকী ৪ উইকেটে ৫০ রানের বেশি যোগ করতে পারেনি শ্রীলঙ্কা। লঙ্কানদের শেষ ৪ উইকেট ভাগাভাগি করে নিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের দুই পেসার অধিনায়ক টিম সাউদি ও ম্যাট হেনরি।

ইনিংসে সাউদি ৬৪ রানে ৫টি ও হেনরি ৮০ রানে ৪ উইকেট নেন। ৯২ ম্যাচের টেস্ট ক্যারিয়ারে ১৫তম বারের মত পাঁচ বা ততোধিক উইকেট নিলেন সাউদি। এই ইনিংসে শ্রীলঙ্কার পক্ষে কুশল মেন্ডিস ৮৭, করুনারত্নে ৫০, অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুজ ৪৭ ও ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা ৪৬ রান করেন। শ্রীলঙ্কার ইনিংস শেষে ব্যাট করতে নেমে ৬৭ রানের সূচনা পায় নিউজিল্যান্ড। জুটিতে ৩০ রান অবদান রেখে প্রথম ব্যাটার হিসেবে লঙ্কান পেসার আসিথা ফার্নান্দোর শিকার হন ডেভন কনওয়ে। এরপর নিউজিল্যান্ডের দুই ব্যাটার কেন উইলিয়ামসনকে ১ ও হেনরি নিকোলসকে ২ রানে শিকার করেন আরেক লঙ্কান পেসার লাহিরু কুমারা।

□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□ □□□-□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □ □□□□□□□□□ □ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □ □□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□

□□□□□: □□□□□□□□

□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□

□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□

□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □

□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ -□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□, □□□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□□,

ভলিবল সহ বিভিন্ন খেলায় স্কুলের শিশু কিশোরা অংশগ্রহন করবে।

বোলিং র্যাংকিংয়ে সেরা পাঁচে সাকিব

সদ্য সমাপ্ত ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে বল দারুণ পারফর্ম করেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। আর তাই এমন পারফরম্যান্সে ভর করে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) প্রকাশিত ওয়ানডে বোলিং র্যাংকিংয়ে পাঁচ নম্বরে উঠে এসেছে সাকিব।

বোলার র্যাংকিংয়ে সেরা পাঁচে উঠে আসার সঙ্গে অলরাউন্ডারের তালিকাতে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন এই টাইগার অলরাউন্ডার। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বল হাতে ৬ উইকেট শিকার করেন সাকিব। প্রথম দুই ম্যাচে দুই উইকেট নেন সাকিব। আর শেষ ম্যাচে ৪ উইকেট শিকার করেন সাকিব। সেইসঙ্গে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে ওয়ানডেতে ৩০০ নেওয়ার মাইলফলক স্পর্শ করেন তিনি।

শেষ ম্যাচে সাকিব বল হাতে ৪ উইকেট ও ব্যাট হাতে ৭৫ রান করেন। তার অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ভর করে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে হোয়াইটওয়াশ এড়ায় বাংলাদেশ।

সূত্র: ইত্তেফাক

টি-টোয়েন্টিতে প্রোটিয়াদের নতুন অধিনায়ক মার্করাম

কিছুদিন আগেই টেম্বা বাভুমাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে টি-টোয়েন্টির নেতৃত্ব থেকে। এবার দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি দলেও জায়গা

হারালেন বাভুমা। বাভুমার জায়গায় প্রোটিয়াদের টি-টোয়েন্টির নেতৃত্বভার তুলে দেওয়া হয়েছে এইডেন মার্করামের হাতে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে আগামী ২৫ মার্চ থেকে শুরু হতে যাওয়া তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ সামনে রেখে দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা (সিএসে)। সেখােনি নতুন অধিনায়ক হিসেবে মার্করামের নাম ঘোষণা করা হয়।

গুঞ্জন ছিলো সাবেক অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসি এই সিরিজ দিয়ে দলে ফিরবেন। তবে ১৫ সদস্যের দলে নাম নেই সাবেক এই অধিনায়কের। তাকে দলে ফেরানোর চেষ্টা করেও পারেননি কোচ আর ক্রিকেট বোর্ড।

এদিকে ক্যারিবিয়ানদের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের আগে আগামী ১৬ মার্চ থেকে শুরু হবে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। এই সিরিজের জন্য ঘোষিত দলে প্রথমবারের মতো ডাক পেয়েছেন ত্রিস্তান স্টাবস। এই সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে পেসার কাগিসো রাবাদা আর এনরিক নর্টজেকে।

দক্ষিণ আফ্রিকা টি-টোয়েন্টি দল: এইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), কুইন্টন ডি কক, হেনরিক ক্লাসেন, রাইলি রুশো, বিয়ন ফরচুইন, ত্রিস্তান স্টাবস, ডেভিড মিলার, মার্কো জ্যানসেন, সিসান্দা মাগালা, লুঙ্গি এনগিদি, আনরিখ নরকিয়া, ওয়েইন পারনেল, রেজা হেনড্রিকস, কাগিসো রাবাদা ও তাবরাইজ শামসি।

দক্ষিণ আফ্রিকা ওয়ানডে দল: টেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), কুইন্টন ডি কক, টনি ডি জর্জি, বিয়ন ফরচুইন, রাসি ভ্যান ডার ডুসেন রেজা হেনড্রিকস, ত্রিস্তান স্টাবস, সিসান্দা মাগালা, জেরাল্ড কোয়েটজে, লুঙ্গি এনগিদি, রায়ান রিকেলটন, আন্দিলে ফিকোয়া, কেশব মহারাজ, উইয়ান মুল্ডার ও লিজাড উইলিয়ামস।

সূত্র: ইত্তেফাক

[redacted]

“[redacted],” [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

গঠনতন্ত্র মোতাবেক দ্রুতই কমিটির পরিচিতি সভা ও লীগ পরিচালনা সম্পর্কিত উপকমিটি গঠন করা হবে। নবনির্বাচিত কমিটি ক্রীড়ার উন্নয়নে সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকদের ভূমিকার কথা স্মরণ করেন এবং ধন্যবাদ দেন।

পরিশেষে নবনির্বাচিত কমিটি সকলকে মিষ্টিমুখ করিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করেন।

সাকিবের রেকর্ড গড়া ম্যাচে বাংলাদেশের স্বস্তির জয়

সাকিব আল হাসানের অলরাউন্ড নৈপূন্যে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দাপুটে জয় পেল বাংলাদেশ। ৫০ রানের এই জয়ে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ২-১ এ ভাগ বসাল টাইগরাররা।

হারলে হোয়াইটওয়াশ। জিতলে সিরিজে ভাগ বসানোর সুযোগ। এমন কঠিন সমীকরণের ম্যাচে সাকিব (৭৫), মুশফিকুর রহিম (৭০), নাজমুল হোসেন শান্তর (৫৩) ফিফটিতে ভর করে ৪৮.৫ ওভারে ২৪৬ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ।

টার্গেট তাড়া করতে নেমে উড়ন্ত সূচনা করে ইংল্যান্ড। বিনা উইকেটে ৫৪ রান করা দলটি এরপর মাত্র ১ রানের ব্যবধানে ৩ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায়। জেমস ভিন্স ও স্যাম কারান চতুর্থ উইকেটে ৮১ বলে ৪৯ রানের জুটি গড়ে দলকে খেলায় ফেরান।

এরপর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে ৪৩.১ ওভারে ১৯৬ রানে অলআউট হয় ইংল্যান্ড। জয়ের উল্লাসে মেতে ওঠে টাইগাররা।

বাংলাদেশের জয়ে ব্যাট হাতে ৭১ বলে ৭টি বাউন্ডারির সাহায্যে দলীয় সর্বোচ্চ ৭৫ রান সংগ্রহের পাশাপাশি বল হাতে ১০ ওভারে মাত্র ৩৫ রানে সবচেয়ে বেশি ৪ উইকেট শিকার করেন সাকিব। এদিন ৪ উইকেট শিকারের মধ্য দিয়ে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে সাকিব ওয়ানডেতে ৩০০ উইকেটের নতুন মাইলফলক স্পর্শ করেন।

সোমবার চট্টগ্রাম জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের তৃতীয় খেলায় টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় স্বাগতিকবাংলাদেশ।

আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ২.৬ ওভারে দুই ওপেনার লিটন কুমার দাস ও তামিম ইকবালের উইকেট হারিয়ে বিপাকে পড়ে যায় টাইগাররা।

মুশফিকুর রহিমকে সঙ্গে নিয়ে দলকে খেলায় ফেরাতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যান তিন নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামা নাজমুল হোসেন শান্ত। তৃতীয় উইকেট জুটিতে দারুণ ব্যাটিং করেন তারা। ১২৮ বলে গড়েন ৯৮ রানের পার্টনারশিপ।

৭১ বলে ৫টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৩ রান করে ফেরেন নাজমুল হোসেন শান্ত। ৯৩ বলে ৬টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৭০ রান করে ফেরেন সাবেক অধিনায়ক মুশফিকুর রহিম।

শান্ত-মুশফিকের বিদায়ের পর রীতিমতো আসা-যাওয়ার মিছিলে অংশ নেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ (৮), আফিফ হোসেন (১৫), মেহেদি হাসান মিরাজ
(৫) ও তাইজুল ইসলামরা (২)।

তবে ব্যাটসম্যানদের এই আসা-যাওয়ার মিছিলে উইকেটের এক প্রান্ত আগলে রাখেন বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি ও টেস্ট দলের অধিনায়ক সাকিব আল হাসান।

সাকিব দলকে সম্মানজনক স্কোর উপহার দিতে শেষ দিকে একাই লড়াই চালিয়ে যান। ৪৮.৪ ওভারে দলীয় ২৪৬ রানে নবম ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হন সাকিব। তার আগে ৭১ বলে ৭টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৫ রান করেন।

সাকিব আউট হওয়ার পর ব্যাটিংয়ে নেমেই এলবিডব্লিউ হন মোস্তাফিজুর রহমান। তার বিদায়ে ৪৮.৫ ওভারে ২৪৬ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ।

ইংল্যান্ডের হয়ে জোফরা আর্চার তিন আর স্যাম কারান ও আদিল রশিদ দুটি করে উইকেট শিকার করেন।

২৪৭ রানের টার্গেট তাড়ায় উড়ন্ত সূচনা করে ইংল্যান্ড। কোনো উইকেট না হারিয়ে ৫৪ রান করা দলটি এরপর মাত্র ১ রানের ব্যবধানে হারায় ৩ উইকেট।

সাকিব আল হাসানের বলে মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের দুর্দান্ত ক্যাচে

পরিণত হন ফিল সল্ট। ৮.৬ ওভারে দলীয় ৫৪ রানে আউট হন সল্ট। তার আগে ২৫ বলে ৩৫ রান করেন তিনি।

সাকিবের পর ইংলিশ শিবিরে আঘাত হানেন পেসার এবাদত হোসেন। তার শিকার হয়ে ফেরেন ডেভিড মালান। ২ বল খেলে রানের খাতা খোলার সুযোগ পাননি সিরিজের প্রথম ম্যাচে সেঞ্চুরি করা মালান।

নিজের ঠিক পরের তথা তৃতীয় ওভারে বোলিংয়ে এসেই সাকিব ফেরান ইংল্যান্ডের আরেক ওপেনার জেসন রয়কে। তার বলে বোল্ড হয়ে ফেরেন রয়। তার আগে ৩৩ বলে তিন চারে করেন ১৯ রান।

এরপর অনবদ্য ব্যাটিং করে যাচ্ছিলেন স্যাম কারান ও জেমস ভিন্স। তারা ৮১ বলে ৪৯ রানের জুটি গড়েন। ভয়ংকর হয়ে ওঠা এই জুটির বিচ্ছেদ ঘটান মেহেদি হাসান মিরাজ।

মিরাজের বলে ক্যাচ তুলে দিয়ে ফেরার আগে ৪৯ বলে এক চার আর এক ছক্কার সাহায্যে ২৩ রান করেন স্যাম কারান। তার বিদায়ে ২৩.৪ ওভারে ১০৪ রানে চতুর্থ উইকেট হারায় ইংল্যান্ড।

সাকিবের দুর্দান্ত ডেলিভারিতে পরাস্ত জেমস ভিন্স। ২৬.৫ ওভারে দলীয় ১২৭ রানে পঞ্চম ব্যাটসম্যান হিসেবে তিনি সাজঘরে ফেরেন। তার আগে ৪৪ বলে ৩৮ রান করেন।

ইংল্যান্ডের দুই ওপেনার ফিল সল্ট, জেসন রয়ের পর চার নম্বর পজিশনে ব্যাটিংয়ে নামা জেমস ভিন্সকেও সাজঘরে ফেরান সাকিব।

সাকিবের পর ইংলিশ শিবিরে আঘাত হানেন এবাদত হোসেন। তার ফুললেংথের বল বুঝতেই পারেননি মঈন আলী। তিনি ফ্লিক করতে গিয়েছিলেন, মিস করে হয়েছেন বোল্ড। তার বিদায়ে ২৭.৫ ওভারে ১৩০ রানে ষষ্ঠ উইকেট হারায় ইংল্যান্ড।

ইংল্যান্ডের অধিনায়ক জস বাটলারকে এলবিডব্লিউ করার মধ্য দিয়ে সাজঘরে ফেরান বাঁহাতি স্পিনার তাইজুল ইসলাম। ৩৪.১ ওভারে ১৫৮ রানে সপ্তম ব্যাটসম্যান হিসেবে ফেরেন বাটলার।

ইংল্যান্ড অধিনায়ক জস বাটলারের পর আদিল রশিদকেও সাজঘরে ফেরালেন তাইজুল ইসলাম। ৩৮.৪ ওভারে ১৭৪ রানে অষ্টম ব্যাটসম্যান হিসেবে ফেরেন রশিদ।

রেহান আহমেদকে নবম ব্যাটসম্যান হিসেবে সাজঘরে ফেরানোর মধ্য দিয়ে

সাকিব ওয়ানডে ক্রিকেটে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে ৩০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেন। আর শেষ ব্যাটসম্যান হিসেবে ক্রিস ওকসকে আউট করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জয় নিশ্চিত করেন মোস্তাফিজুর রহমান।

সূত্র: যুগান্তর

ইংল্যান্ডকে ২৪৭ রানের টার্গেট বাংলাদেশের

তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে ইংল্যান্ডকে ২৪৭ রানের টার্গেট দিয়েছে বাংলাদেশ। সোমবার (৬ মার্চ) চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরি স্টেডিয়ামে টসে জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন টাইগার অধিনায়ক তামিম ইকবাল। প্রথমে ব্যাট করে ২৪৬ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ।

টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই জোড়া উইকেট হারায় বাংলাদেশ। দলীয় ১ রানে শূন্য করে নিটন ও দলীয় ১৭ রানে ৬ বলে ১১ রান করে আউট হন তামিম। এরপর নাজমুল হাসান শান্ত ও মুশফিক মিলে শুরুর ধাক্কা সামাল দেন।

তৃতীয় উইকেট জুটিতে ৯৮ রান সংগ্রহ করে এই দুই ব্যাটার। অর্ধশতক পূরণ করেন নাজমুল হাসান শান্ত। দলীয় ১১৫ রানে ৭১ বলে ৫৩ রান করে রান আউটের শিকার হন শান্ত।

এরপর ক্রিজে আসা মাহমুদুল্লাহকে সঙ্গে নিয়ে খেলতে থাকেন মুশফিক। তবে দলীয় ১৫৩ ও ১৬৩ রানে ফের জোড়া উইকেট হারায় বাংলাদেশ। মুশফিক ৯৩ বলে ৭০ ও মাহমুদুল্লাহ ৯ বলে ৮ রান করে সাজঘরে ফিরে যান।

এরপর সাকিব ও আফিফ মিলে রানের চাকা সচল রাখেন। সাবলীল ব্যাটিংয়ে নিজের অর্ধশতক পূরণ করেন সাকিব। তবে দলীয় ২১২ ও ২১৯ রানে আবারো জোড়া উইকেট হারায় টাইগাররা।

আফিফ ২৪ বলে ১৫ ও মিরাজ ৬ বলে ৫ রান করে আউট হন। এরপর দলীয় ১২৭ রানে ৬ বলে ২ রান করে সাজঘরে ফিরে যান তাইজুল ইসলাম। এরপর

মারমুখি ভঙ্গিতে ব্যাট করতে থাকেন সাকিব। ২৪৬ রানে তবে দলীয় ২৪৬ রানে ৭১ বলে ৭৫ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলে আউট হন সাকিব। শেষ ব্যাটার হিসেবে মুস্তাফিজ আউট হলে ২৪৬ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ। ইংল্যান্ডের পক্ষে সর্বোচ্চ তিনটি উইকেট নেন জোফরা আর্চার।

সূত্র: ইত্তেফাক